GIOT: Global Politics
4th Semester (H)
Kamal Sarkar

Unit-I.C. Global economy: its significance and Anchors of Global P.E. IMF.

Ques- বিশ্ব অর্থনীতি বলতে কি বোঝ? বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্ব আলোচনা কর? প্রধান প্রধান actors হিসাবে বিশ্ব অর্থনীতি কিভাবে কাজ করে?

⇒ বিশ্ব অর্থনীতি হল বিশ্বায়নের একটি অংশ। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে Intregration and পরস্পর নির্ভরশীলতা (Inter-dependence) হচ্ছে ও বাণিজ্যের মধ্যে, কোম্পানীর মধ্যে বহুজাতিক সংস্থা (MNC) গড়ে উঠেছে। আমরা যদি নিজের দেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা (MNC) গুলি আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। আবার ঠিক আমাদের দেশের বিভিন্ন কোম্পানী গুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে চলেছে।

বিশ্ব অর্থনীতি বলতে আমরা যা বুঝি যদি আমরা বিশ্বের সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যুক্ত করি তাহলে সেটা হল বিশ্ব অর্থনীতি বা Global economy. বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে উঠেছে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যেই। বর্তমান আর্থিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যেই। সময় একটি দেশ আর্থিক দিক থেকে অপর দেশের উপর নির্ভরশীল আর এইভাবেই আমরা বলি Global economy. বিশ্বঅর্থনীতি প্রভাবশালী দেশ গুলির উপর বেশী নির্ভরশীল। বিশ্বের 20% প্রভাবশালী দেশের অর্থনীতির সমান হল বাকি ৮০% দেশের এক দেশের অর্থনীতির সমান। ~~যেমন~~ ধরা যাক বিশ্বের আর্থিক সমৃদ্ধ দেশের উপর কোন সমস্যা দেখা দিল তাহলে প্রভাব সমগ্র বিশ্বের উপর পড়বে। যদি ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তেল সংক্রান্ত সমস্যা হয় তাহলে প্রভাব গোটা বিশ্বের উপর পড়বে। যেমন বর্তমান বিশ্বের দুই শক্তির দেশ ও আর্থিক দিক থেকে দুটি দেশ চীন ও USA এর মধ্যে বাণিজ্যিক সংঘাত দেখা দিল তার প্রভাব সমগ্র ~~বিশ্বের~~ বিশ্ব অর্থব্যবস্থার উপর পড়বে।

Scanned with CamScanner

বিশ্ব অর্থনীতির কারণে যে সমস্ত MNC গুলি আছে-তা কেবলমাত্র তাদের mother দেশ গুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়। যেমন- Tata কোম্পানী বিশ্বের অন্যান্য দেশে বা Apple আমেরিকার এমন কোম্পানী যা কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয় বরং তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। বিশ্ব অর্থনীতির (Host country) ফলে এই MNC গুলির ক্ষেত্রগুলি Unit TNC এর মাধ্যমে সংহতি ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির সুফল -

① MNC ও TNC গুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন এবং চাহিদার বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে অন্য দিকে, কোম্পানী বড় হয় নতুন নতুন গুলি ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান।

② বিশ্বায়নের কারণে জিনিসপত্রের দাম কমেছে। মানুষের কাছে Alternative আছে। ও Local company গুলির ও সুবিধা এবং সমস্ত সুবিধা হচ্ছে তাদের যে প্রতিযোগিতা [illegible] ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে বিদেশি কোম্পানী গুলির মাধ্যমে দাম কমে যাচ্ছে।

③ বিশ্ব অর্থনীতির কারণে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) এর মাধ্যমে পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে। যেমন নতুন নতুন রাস্তা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে Health care, শিক্ষা এর মত বিভিন্ন বিষয় গুলির উন্নয়ন হয় - এক্ষেত্রে মানুষের হাতে টাকা আসে বা তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে। এ সমস্ত কারণে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

④ বিশ্ব অর্থনীতির কারণে বর্তমান সমস্ত জিনিসপত্র আমরা পছন্দ বা চাহিদা অনুযায়ী Access করতে পারছি। এর ফলে প্রত্যেক মানুষের এক সমাজ অন্য মানুষের সংস্কৃতির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। অপর দিকে সেই প্রযুক্তি যেন দুঃখ বা দুর্ভোগের দিকে-যে বিষয়ে আমরা আছি তাকে Global Risk Society বলা [illegible]

⑤ বিশ্ব অর্থনীতি হবার কারণে অনেক হয়েছে; তাদের এখন ~~...~~ বেসরকারী একটি দেশেই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন সামগ্রী বিভিন্ন আমাদের স্থানীয় দেশে তৈরি হচ্ছে।

⑥ বিশ্ব অর্থনীতির কারণে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় সমৃদ্ধি ঘটেছে। Smoth flow of capital means যেটি যদি আ USA তে যে টাকা রয়েছে এবং, এই কারণেই যদি India তে বসে আমরা চাইলে যে টাকা USA থেকে একটি click এর মাধ্যমে এই দেশগুলোতে নিয়ে আসতে পারি।

Capital Flight যখন একটি দেশে যদি অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলে MNC গুলি সেই দেশ থেকে তার সমস্ত capi মূলধন নিয়ে অন্য একটি দেশে স্থানান্তর করে চলে যায়, বর্তমান চীন এ — অনেক capital Flight হয়ে যাচ্ছে। (corona এর জন্য) । India এর opportunity.

Anchors = Actors of বিশ্ব অর্থনীতি :—

চারটি ভাগে ভাগ করা হয়—

1) State Actors = India, US, UK,

2) International organization = WB, WTO, IMF etc.

3) Club forums = G7, G20, OECD, Brics, Bimstec etc.

4) market Actors = ক্রেতা – বিক্রেতা (MNCs, TNCs)
commercial banks → market Availability

১০.১১ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার
International Monetary Fund

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের যে অর্থনৈতিক অবক্ষয়, অনিশ্চয়তা ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাকে আরও জটিল ও ভয়াবহ করে তুলল। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের অর্থনৈতিক চেহারা কেমন হবে, কীভাবে আর্থিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে নতুন বিশ্ব, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি কোন্ পথে চলবে, এর চালিকাশক্তিই বা কে হবে, এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করলেন তৎকালীন মার্কিন বাণিজ্য সচিব হেনরি মর্গেনথাউ। সম্মেলন বসল ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস-এর মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে। সারা বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৭০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করলেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ থেকে এই সংস্থার কাজ শুরু হয়।

উদ্দেশ্য : যে সমস্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলি হল :

(১) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল আর্থিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যাতে সদস্যরাষ্ট্রগুলির সর্বাধিক কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে।

(৩) সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য হ্রাস রোধ করা।

Scanned with CamScanner

(৪) সদস্যরাষ্ট্রগুলির উৎপাদনশীল সম্পদ বৃদ্ধি করা।

(৫) বিশ্ববাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিময়ের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা।

(৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেনের ভারসাম্যহীনতাকে হ্রাস করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ দেবে।

(৭) সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের জন্য চলতি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির জায়গায় বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা গঠন করা।

(৮) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা ; কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৯) অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল সদস্যরাষ্ট্রগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যাতে তাদের কাঁচামালের সদ্ব্যবহার ঘটে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

গঠন : পরিচালক পর্ষদ (Board of Governors), কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী (Board of Executive Directors), প্রধান পরিচালক (Managing Director) ও সচিবালয় (Secretariat) প্রধানত এই চারটি সংস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার গঠিত।

পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্যকে নিয়ে। এই পর্ষদ হল অর্থভাণ্ডারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এর হাতেই অর্থভাণ্ডারের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। পরিচালক পর্ষদের বৈঠক বছরে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক পর্ষদের সকল সদস্যের ভোটাধিকার সমান নয়। সদস্যরাষ্ট্রের দেয় চাঁদার পরিমাণের অনুপাতে ভোটের পরিমাণ স্থির হয়। অর্থাৎ যে সদস্যরাষ্ট্রের চাঁদার অঙ্ক বেশি, তার ভোট-সংখ্যাও অধিক। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয় বলে এর ভোটসংখ্যাও সবচেয়ে বেশি।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একটি **কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী** রয়েছে। এর সদস্যসংখ্যা ২২ জন। এই কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক ন্যস্ত যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে। প্রতি সপ্তাহে এই পরিচালকমণ্ডলীর বৈঠক বসে। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। তাঁর কাজ হল পরিচালকমণ্ডলীর সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনা করা এবং কর্মচারীদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের একটি **সচিবালয়** আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে এই সচিবালয় গঠিত। এছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে মন্ত্রী পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটি ও গোষ্ঠী গঠন করার ব্যবস্থা আছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সম্পদ স্থানান্তরকরণের বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাঙ্ক একযোগে একটি **'উন্নয়ন কমিটি'** গঠন করে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের **সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে** অবস্থিত। শুরুতে এর সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৯-তে দাঁড়িয়েছে।

কার্যাবলি : আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান কাজ হল সদস্যরাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন ভারসাম্যহীনতা দূর করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার ও স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার উদ্যোগী হয়। এছাড়া এই সংস্থা বিশ্বের বাজারে বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারের মধ্যে স্থিতিশীলতা রক্ষা করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হারে মুদ্রার মূল্য হ্রাস প্রতিরোধ করে। সদস্যরাষ্ট্রগুলির উৎপাদনশীল সম্পদের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। সেটি হল সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। অর্থভাণ্ডারের সঙ্গে জড়িত থাকেন বিশ্বের অনেক বড়ো মাপের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ। এঁদের পরামর্শ সদস্যরাষ্ট্রগুলির অর্থনীতিতে স্থিতাবস্থা আনতে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

এছাড়াও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সদস্যগুলিকে নানারূপ প্রযুক্তিগত সাহায্যও (Technical Assistance) দিয়ে থাকে। সাধারণত অর্থভাণ্ডারের নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের এই সাহায্যদানের কাজে ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও বাইরের থেকে বিশেষজ্ঞ জোগাড় করা হয় এই উদ্দেশ্যে। এই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে অনেক দেশ তাদের ফিসক্যাল নীতি ও বিনিয়োগ নীতি স্থির করে।

ভূমিকা :

বিশ্বের আর্থিক নিয়মশৃঙ্খলা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা IMF-এর প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। IMF তার সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করে থাকে :

(১) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এমন একটি মজুত অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে, যেখান থেকে সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়।

(২) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে বহুদেশীয় বাণিজ্য ও লেনদেন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রগুলি এখনও কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে চলেছে এটা সত্য, কিন্তু আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এইসব নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি উঠে যাবে এবং অবাধ বাণিজ্যের পথ প্রসারিত হবে।

(৩) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ঋণদানের মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রগুলির লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা দূর করে এবং ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে।

(৪) বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময় হারে স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডারের ভূমিকা কম নয়। অর্থভাণ্ডার সৃষ্টির পূর্বে বিনিময় হার যেভাবে ওঠানামা করত, অর্থভাণ্ডার সৃষ্টির পর থেকে তার অবসান ঘটেছে। এই স্থিতাবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে।

(৫) পূর্বে রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতামূলকভাবে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতো। এতে আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততা সৃষ্টি হত। অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রথাটির অবসান ঘটেছে, কারণ অর্থভাণ্ডারের অনুমতি না নিয়ে কোনো সদস্যরাষ্ট্র তার মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে পারে না।

(৬) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তার সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে উপযুক্ত বিনিময় হারে বিদেশি মুদ্রা ক্রয় করতে সাহায্য করে।

(৭) অর্থভাণ্ডার সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

(৮) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল আন্তর্জাতিক স্বর্ণ মান (International Gold Standard) সৃষ্টি। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়ে কোনো অসুবিধা হয় না। এইসব সুবিধার জন্য **অধ্যাপক হাম** (Halm) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকে 'আন্তর্জাতিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' (International Reserve Bank) বলে গণ্য করেছেন।

৮০-র দশক থেকে বিশ্ব অর্থনীতি চূড়ান্ত মন্দাজনিত অসুবিধার কবলে পড়ে। ১৯৭৯ সালে বিশ্ববাণিজ্যের হার নেমে যায় ৬.৫ শতাংশে, ১৯৮১ সালে ১.৫ শতাংশে, ১৯৮৩ এবং ১৯৮৪ সালে যথাক্রমে ১.০৫ ও ০.০৫ শতাংশে। উন্নত দেশগুলিও এই মন্দার হাত থেকে রেহাই পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই বিকাশশীল দেশগুলির রপ্তানিজনিত আয় ভীষণভাবে হ্রাস পায়। ১৯৮০-র থেকে ১৯৮৪ সালে এস দেশগুলির রপ্তানিজনিত আয় ৭% থেকে ৩% এ হ্রাস পায়। ১৯৮০ সালে এইসব দেশকে বিভিন্ন ঋণবাবদ যে পরিমাণ সুদ দিতে হত, ১৯৮৪ সালে তার দ্বিগুণ পরিমাণ (৫০ বিলিয়ান ডলার) সুদ দিতে হয়। এছাড়া ওই সময়, তৈল রপ্তানিকারক দেশগুলি (OPEC) তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশগুলির সম্পদ কমে যায় এবং ঋণজনিত দায়ভার অত্যধিক বেড়ে যায়।

৮০-র দশকের এই আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে ভীষণভাবে সাহায্য করে। এই সময় অর্থভাণ্ডার 'কাঠামোগত সামঞ্জস্যবিধানের সুযোগ' (Structural Adjustment

Scanned with CamScanner

Facility বা সংক্ষেপে SAF) নামে একটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প আয়বিশিষ্ট দেশগুলিকে তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসে সাহায্য করে। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে সাফ (SAF) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২.৭০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে একটি তহবিল গঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে ৬ মিলিয়ন ডলার নিয়ে 'বর্ধিত কাঠামোগত সামঞ্জস্যবিধানের সুযোগ' (Enhanced Structural Adjustment Facility বা ESAF) নামে আর একটি নতুন কর্মসূচি গৃহীত হয়। জাপান ও জার্মানিসহ ২০টি দেশ এই উদ্যোগের জন্য অর্থ দেয়।

মূল্যায়ন : আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে বিপুলভাবে সাহায্য করে থাকলেও সমালোচকেরা নানা দিক থেকে এর কাজের সমালোচনা করে থাকেন। কোনো দেশের বৈদেশিক লেনদেন ঘাটতির স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের সমস্যা মেটাতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার শর্তসাপেক্ষে সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে ঋণ প্রদান করে। বলাবাহুল্য শর্তগুলি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সম্পদশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থসিদ্ধি করে এবং একই সঙ্গে দরিদ্র দেশগুলির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে সম্পদশালী দেশগুলি দেয় অর্থের পরিমাণ বেশি, তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও বেশি। শর্তাধীন সাহায্যের নামে তারা দরিদ্র দেশগুলিকে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে। এতে দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা অনেক দেশেরই থাকে না। ফলে সুদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। একটা সময় সুদের পরিমাণ প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণকে অতিক্রম করে যায়।

এ ছাড়াও আরও অনেক সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, চলতি বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ ভারসাম্যহীনতা ঘটলে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ বা অন্য কোনো কারণে ভারসাম্যহীনতা ঘটলে আই. এম. এফ, কিছু করবে না।

দ্বিতীয়ত, সমালোচকদের মতে, অর্থভাণ্ডার ধনী দেশগুলির অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব করে এবং গরিব দেশগুলির স্বার্থকে অবহেলা করে। পশ্চিমি দেশগুলি অর্থভাণ্ডারের নির্দেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৮ সালে অর্থভাণ্ডারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ফ্রান্স তার মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটালেও তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অথচ ১৯৮৪ সালে কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই অর্থভাণ্ডার গরিব দেশগুলিকে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। এই পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্যই আফ্রিকার দেশগুলি আই. এম. এফ.-কে **'ধনী ব্যক্তিদের ক্লাব'** বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর থেকে সকলপ্রকার বাধানিষেধ তুলে নেওয়া। কিন্তু এ ব্যাপারে অর্থভাণ্ডার ব্যর্থ হয়েছে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশও এখনও বৈদেশিক বাণিজ্যে সংরক্ষণের নীতিকে অনুসরণ করে চলেছে।

চতুর্থত, সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারেও আই এম এফ পুরোপুরি ব্যর্থ। প্রকৃতপক্ষে অর্থভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিনিময় হার হামেশাই পরিবর্তন হচ্ছে।

পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল সদস্যরাষ্ট্রগুলির বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো। এক্ষেত্রেও আই এম এফ ব্যর্থ। অনুন্নত দেশগুলি ঠিকমতো এবং সময়মতো ঋণ পায়নি এবং পেলেও তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নানারূপ স্বার্থহানিকর শর্তাবলি। এর প্রতিবাদে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি অনুন্নত দেশগুলি ১৯৮৪ সালে আই এম এফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলস্বরূপ এইসব দেশের প্রতি আই. এম. এফের সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয় এবং ঋণের সঙ্গে আরও কঠোর শর্তাবলি জুড়ে দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner